গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ : ০২ ৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক দেশের খবর
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

রেললাইনের পাশ থেকে লাশ উদ্ধার হওয়া মুক্তাগাছার টিপু সুলতানের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের দাবী পরিবারের

মুক্তাগাছা প্রতিনিধি ঃ ময়মনসিংহ খাগডহর এলাকায় রেল লাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ে লাশ উদ্ধার হওয়া টিপু সুলতানের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী। রেল দুর্ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে রেলওয়ে পুলিশ। পরিবারের দাবী পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। হত্যা মামলা নিয়ে আসামীদের শাস্তির দাবী জানিয়েছেন নিহতের মা।

পরিবার জানায়, মুক্তাগাছা পৌরসভার কাউনডাঙ্গার চর এলাকার অবরসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার মৃত অথিন্দ্র লাল বড়ুয়ার একমাত্র ছেলে টিপু সুলতান(৪০) গত ১২ আগস্ট শনিবার রাত ১০ টায় মুক্তাগাছার বাসা থেকে বের হয়ে স্থানীয় আটানি বাজার চা খেতে গিতে আর বাড়ি ফিরেনি। পরদিন রবিবার সকাল ৮টার দিকে বাড়ী থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে ময়মনসিংহ নগরীর খাগডহর এলাকায় রেল লাইনের পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় টিপু সুলতানের লাশ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। জামালপুর রেলওয়ে থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। জামালপুর থানায় ইউডি মামলা নং ২৬/২০২৩, তারিখ ১৩/০৮/২০২৩ইং। মামলার বাদি ময়মনসিংহ-কেওয়াটখালী বাংলাদেশ রেলওয়ের টাইমকিপার আনোয়ার হোসেন। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট নিয়ে জনমনে সংশয় দেখা (শেষ পাতায়)

রেললাইনের পাশ থেকে লাশ

(১ম পাতার পর) দিয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ্য কারা হয়েছে ৫ডাউন ভাউয়াল এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পরে টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়েছে। এবং মৃত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। পরিবারের দাবী লাশের গায়ে রেলে কাটা পড়ার কোন আলামত নেই। বরং গায়ে অন্যকোন অস্ত্র দ্বারা আঘাতে হত্যা করার মত চিহ্ন রয়েছে। এবং পুলিশ রিপোর্টে তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন উল্লেখ করা হলেও টিপু সুলতান মূলত মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ সবল ছিল।

নিহতের বৃদ্ধা মা জোসনা বড়ুয়া (৮০) দাবী করেন তার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ট্রেন দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার দূরভিসন্ধি এঁটে লাশ রেল লাইনের পাশে ফেলে রাখা হয়েছে।

তিনি জানান, মাস খানের পূর্বে স্থানীয় কয়েকজন মাদকসেবীদের নাম উল্লেখ করে তিনি মুক্তাগাছা থানায় অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগই ছেলের কাল হয়েছে বলে জোসনা বড়ুয়া দাবী করেছেন।

নিহত টিপুর মা, পরিবার এবং স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, মুক্তাগাছা শহরের কাউনডাঙ্গার চর এলাকার মৃত অথিন্দ্র লাল বড়ুয়ার (অবঃ এসআই) একমাত্র ছেলে পুত্র টিপু সুলতান (৪০) এলাকার কিছু মাদকসেবীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। টিপুর কাছে টাকার জন্য মাদকসেবীরা চাপ প্রয়োগ করত। টাকা না পেলে তাকে মারধর করতো।

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মাকসেবীরা টিপুর কাছ থেকে টাকা না পেয়ে তাকে মারধর করে। সে সময় তার মা জোসনা বড়ুয়া ছেলেকে মারধর করায় এলাকার মাদকসেবী শিমুল, শান্ত চৌহান, রঞ্জন, দেলোয়ার হোসেনের নাম উল্লেখ করে মুক্তাগাছা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর থেকে বিবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি-ধামকি অব্যাহত রাখে।

নিহত টিপু সুলতানের মা জোসনা বড়ুয়ার দাবি তার ছেলেকে পরিকল্পিত ভাবে ১২ আগস্ট রাতে আটানীবাজার হতে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যাকারিরা বাঁচার জন্য মুক্তাগাছার বাইরে ময়মনসিংহ খাগডহর এলাকায় টিপুকে নিয়ে ট্রেনের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। যাতে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে রেলে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

নিহত টিপু সুলতানের শরীরের ট্রেনেকাটার কোন চিহ্ন ছিলনা। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাছাড়া তিনি বলেন, তার ছেলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। তাকে মানসিক ভারসম্যহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মোটেও সত্য নয়।

তিনি পূর্বে মুক্তাগাছা থানায় যে অভিযোগ করেছিলেন সে বিষয়ে বলেন, পুলিশ ওই সময় ব্যবস্থা নিলে আজ হয়তো ছেলের এমন মৃত্যু হতো না।

এ বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ, সিআইডি, ডিবি পুলিশের মাধ্যমে তদন্ত করে তার পুত্র হত্যার বিচার দাবি করেন।

মুক্তাগাছা উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই আকন্দ বলেন, তার মৃত্যু নিয়ে যেহেতু নানাবিধ সন্দেহের অবকাশ আছে তাই সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য উদ্ঘাটন করা উচিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বদেশ সংবাদ
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

দেওয়ানগঞ্জে মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় পিটিয়ে আহত

দেওয়ানগঞ্জ সংবাদ দাতা ঃ মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় দেওয়ানগঞ্জ বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলামকে পিটিয়ে আহত করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের চর বাহাদুরাবাদ এলাকায়। জনাযায়, বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম স্থানীয় মাদক করবারী রায়হানের ছেলে শফিক, জুব্বার মন্ডলের ছেলে মোশারফ হোসেন, হোসেন সরদারের ছেলে এনামুল এলাকায় উঠতি বয়সের স্কুল কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী, স্থানীয় যুব সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন লোকের মাঝে মাদক বিক্রি করে এলাকায় ক্ষতিসাধন করছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে মাদক কারবারীরা জহুরুল ইসলামকে শফিকের বাড়িতে ডেকে নিয়ে অতর্কিত হামলা করে এবং তার কাছে থাকা ছাগল বিক্রির ২০হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি প্রদান করে। এ ব্যাপারে জহুরুল ইসলাম বাদী হয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করে। মামলা করায় মাদক কারবারীরা জহুরুল ইসলামকে মারপিটসহ বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এতে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ : ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

বিয়ে করাই যার পেশা কামিয়েছেন লাখ লাখ টাকা

মামুনুর রশিদ মামুন, ময়মনসিংহ

তার পেশাই যেন বিয়ে করা। বিয়ে করে দেনমোহরের টাকা কিংবা নারী নির্যাতন মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় অথবা মামলায় আপোষের নামে টাকা আদায়। এসব করেই যেন চলে তার টাকা জীবিকা। মীনা, নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা থানার জারিয়া পূর্বপাড়া মৃত সাইফুল ইসলামের মেয়ে। একই গ্রামের তৈয়ব আলীর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। সে ঘরে সন্তানও রয়েছে। সেই স্বামীকে তালাক নাদিয়ে ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ এলাকার সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে জামান ড্রাইভারকে বিয়ে করেন। জামানের সাথে কয়েকদিন চলে যান ভালুকা। স্বামী ভালুকায় না যাওয়ায় তার নামে মামলা ঠুকে দেন। মামলা আপোষ করবে বলে তার কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকাও নিয়েছে, কিন্তু আপোষ করেননি। এর পরে ফেনীর ফতেপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে নবী হোসেনের সাথে তার সম্পর্ক হয়। বিয়েও হয়েছে বলে প্রচার আছে। আবার, ভালুকার মামুন নামের একজন তাকে বিয়ে করেছে বলে প্রচার আছে। ভালুকায় একাধিক বাসা বদলের পর সেখানে সে স'মিল ব্যবসায়ী আমির হোসেনের আশ্রয়ে

● ৭-এর পাতায় দেখুন

বিয়ে করাই যার পেশা কামিয়েছেন

থাকতে শুরু করেন। মীনা কোনো কাজকর্ম না করেও সাড়ে ৭ হাজার টাকার ভাড়াবাসায় বিলাসবহুল জীবন-যাপন করেন। জনৈক আকরাম চেয়ারম্যানের সাথেও মীনার দহরম মহরম খাতির রয়েছে। মীনা বর্তমানে থাকে সালাম ভেন্ডারের বাসায়। মীনার কাছে কোন পুরুষের আসা যাওয়া যেন সালাম ভেন্ডারের সহ্য হয়না। আত্মীয়-স্বজনের অজুহাতে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। মাঝে মাঝে রাতে বাসায় না থাকা নিয়ে এলাকায় ব্যপক সমালোচনা চলছে। এর আগে আবু হানিফের বাসায় মীনা ভাড়া থাকাবস্থায় বিভিন্ন লোকজন আসা যাওয়ায় তিনি বিতর্কের মুখোমুখি হন। স'মিল ব্যবসায়ী আমির হোসেনের সহযোগিতায় সালাম ভেন্ডারের বাড়ি ভাড়া নেন। এখানেও বাড়ির মালিককে নিয়ে চাপাগুঞ্জন চলছে। জানা গেছে, মীনা বিভিন্ন মানুষকে টিকটকে ভিডিও ছেড়ে আকৃষ্ট করে বিয়ের ফাঁদে ফেলে থাকেন। এদিকে, মীনার আরেক স্বামী হাবিবের বিরুদ্ধে মীনার দায়ের করা নারী নির্যাতন মামলার (মামলা নং-২(৮)২০২২) তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১৭ ধারায় বাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ০২ ৯৯৬৬৬১১৩৭৭ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম:	: দৈনিক দিগন্ত বাংলা		সংবাদ	:
প্রকাশনার স্থান	: ময়মনসিংহ		সম্পাদকীয়	:
তারিখ	: ২৩.০৮.২০২৩খ্রি.		প্রবন্ধ/চিঠিপত্র	:

ঘরের পেছনে নদীতে মিলল শিশুর লাশ, পরিবারের দাবি হত্যা

ঈশ্বরগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ১০ মাস বয়সী এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার জাটিয়া ইউনিয়নের হীরাধর এলাকার কাঁচামাটিয়া নদী থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত শিশুর নাম লাইসা আক্তার। লাইসা ওই এলাকার জিয়াউল হকের কন্যা। নিহত লাইসার পরিবারের সদস্যরা বলছেন, শিশুটিকে হত্যার পর নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। লাইসার পরিবারের সদস্যরা জানান, ১০ মাস বয়সী শিশুকন্যা লাইসাকে ঘুম পাড়িয়ে তার মা পপি আক্তার উঠান ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। একটু পর শিশুটির বাবা এসে মেয়েকে খাটের ওপর না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে ঘরের পেছনে ২৫-৩০ ফুট দূরে কাঁচামাটিয়া নদীতে ঝোপের আড়ালে ভাসমান অবস্থায় শিশুটির মরদেহ দেখতে পান। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গৌরীপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সুমন মিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পিএসএম মোস্তাছিনুর (শেষ পাতায়)

ঘরের পেছনে নদীতে মিলল শিশুর

(১ম পাতার পর) রহমান। এ বিষয়ে নিহত শিশুর দাদা আবু সিদ্দিক বলেন, 'আমার নাতনি সবেমাত্র বসতে শুরু করেছে। ঠিকমতো হামাগুড়িও দিতে পারে না। এ অবস্থায় নদীতে পড়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মরদেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।' ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাছিনুর রহমান বলেন, 'পরিবারকে অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক দিগন্ত বাংলা
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

নকলায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল স্কুল ছাত্রের

শেরপুর সংবাদদাতা ঃ শেরপুরের নকলায় পুকুরের পানিতে ডুবে এক স্কুল ছাত্র মারা গেছে। সোমবার (২১ আগস্ট) বিকালে উপজেলার পাঠাকাটা ইউনিয়নের পলাশকান্দি বিলপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, নিহত মাহিম (১০)। ওই এলাকার ভ্যান চালক আলম মিয়ার ছেলে এবং মোজাকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। নিহতের পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয় মাহিম। পরে পরিবারের লোকজন মাহিমকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ, বিভিন্ন জায়গাতে খোঁজতে থাকেন। একপর্যায়ে নিখোঁজ মাহিমকে দুপুরের পর তার বাবা আলম মিয়া বাড়ির পাশে পুকুরে দেখতে পায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ

Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম:	: দৈনিক দিগন্ত বাংলা		সংবাদ	:
প্রকাশনার স্থান	: ময়মনসিংহ		সম্পাদকীয়	:
তারিখ	: ২৩.০৮.২০২৩খ্রি.		প্রবন্ধ/চিঠিপত্র	:

ছাদ থেকে লাফ দিয়ে তরুণীর আত্মহত্যা

অনলাইন ডেস্ক ঃ নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া তরুণী আফরোজা আক্তার মিমির (২১)। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই মৃত্যু হলো তার। রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার একটি ৬ তলা ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন এই তরুণী। রোববার (২০ আগস্ট) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, মিরপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার সাইন্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন মিমি। নিহতের বাবা আফসার উদ্দিনের অভিযোগ (শেষ পাতায়)

ছাদ থেকে লাফ দিয়ে

(১ম পাতার পর)., মেহেদী হাসান নামে এক ব্যক্তির কারণেই তার মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। মিমির বাবা বলেন, 'গত বছর মেহেদী হাসান জনি নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার মেয়ের পরিচয় হয়। এরপর মেহেদী নায়িকা বানানোর লোভ দেখিয়ে ওর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আদায় করে নেয় কয়েক লাখ টাকা। একপর্যায়ে তারা ডিওএইচএস এলাকাতে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে শুরু করে।' আফসার উদ্দিন বলেন, 'মিমি ও মেহেদীর বিয়ে হয়নি, কেবল এফিডেফিট করেছিলেন তারা। চলতি বছর আমার মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে মেহেদী তাকে গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য করেন। এরপর মিমি অসুস্থ হয়ে পড়লে গত মে মাসে তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয় ও পরবর্তীতে পল্লবী থানায় মেহেদীর বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়' নিহতের বাবা বলেন, 'মামলা করার পর পুলিশ মেহেদীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ১৭-১৮ দিন পর জামিনে বের হয়ে সে আবারও উৎপাত শুরু করে। এসব কারণে মিমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাকে একটি মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু মামলার সাক্ষ্যর কারণে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়। এরপর আমরা তাকে আর চিকিৎসা দিতে পারিনি। মেয়েটা আমার শেষ পর্যন্ত মরেই গেল।' এক প্রশ্নের জবাবে মিমির বাবা বলেন, সে পড়ে গেছে কি না আমি জানি না, তবে যতটুকু আমার পরিবার থেকে শুনেছি মিমি লাফ দিয়েছে। এ ঘটনায় পল্লবী থানার ওসি মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, নিহত তরুণীর বাবা আত্মহত্যায় প্ররোচনা আইনে মামলা করেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।